৯৪

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ...22 APR 1995... ..
পৃষ্ঠা · ১ কলাম .. ৪ ......

আদালতের নির্দেশে প্রবেশপত্র ছাড়াই পরীক্ষায় অংশগ্রহণ ॥ শিক্ষক পলায়ন

বরিশাল অফিস ॥ প্রবেশপত্র বঞ্চিত পরীক্ষার্থীদের ডাকে গতকাল (বৃহস্পতিবার) কোথাও হরতাল হয় নাই। এসএসসি পরীক্ষার প্রথমদিনে ভোলা, বরিশাল ও বানারীপাড়ায় অর্ধদিবস হরতাল আহ্বান করা হইয়াছিল। গতকাল সকালে এখানে কিছুসংখ্যক বিক্ষুব্ধ পরীক্ষার্থী পিকেটিং শুরু করিলে পুলিশের তাড়া খাইয়া তাহারা ছত্রভঙ্গ হইয়া যায়। ১ জন গ্রেফ-

(২য় পৃঃ ৮-এর কঃ দ্রঃ)

আদালতের নির্দেশ

(১ম পৃঃ পর)

তার হয়। ভোলায় গতকাল সকালে ১৯ জন পরীক্ষার্থীর প্রবেশপত্র ফ্যাক্সযোগে জেলা প্রশাসকের নিকট পাঠানো হয়। তিনি পরীক্ষার্থীদের বাড়ী বাড়ী উহা পৌছাইয়া দিলে তাহারা পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ পায়। বরগুনায় গত বছরের ব্যবহৃত দুইটি উত্তরপত্র হলে দুইজন পরীক্ষার্থীকে দেওয়ার পর হৈ চৈ শুরু হয়।

পটুয়াখালী জেলার ৬টি কেন্দ্রে ৬৪৫ জন প্রবেশপত্রহীন পরীক্ষার্থীকে আদালত পরীক্ষা গ্রহণের আদেশ দেওয়ার পর ৮৪৮ জন প্রবেশপত্রহীন পরীক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশ নেয়। কলাপাড়ায় আদালত ১৩০ জনকে অনুমতি দিলেও গতকাল পরীক্ষা দেয় ২৬৭ জন। দুমকীতে ২১৪ জনের স্থলে ২৪৬ জন, গলাচিপায় ৯৭ জনের স্থলে ১১০ জন, পটুয়াখালীতে ১৫৮ জনের স্থলে ১৭৯ জন পরীক্ষা দেয়। এ সকল উত্তরপত্র পৃথক প্যাকেটে বোর্ডে পাঠানো হইবে। আদালতের নির্দেশ ছাড়া কিভাবে অতিরিক্ত পরীক্ষার্থী পরীক্ষা দিয়াছে এ প্রশ্নের জবাবে কেন্দ্র সচিবরা জানান, তাহারা পরীক্ষা নিতে বাধ্য হইয়াছেন। পাথরঘাটা থানার আজিজাবাদ হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক ও সহকারী প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে ৩৯ জন ছাত্র গতকাল আদালতে মামলা করিয়াছে। আদালত তদন্তের নির্দেশ দেন। বেতাগীর চানটা কৃষ্ণনগর হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক পালাইয়া গিয়াছেন। বরগুনার নাপিতখালী হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষকসহ সকল শিক্ষক স্কুল ত্যাগ করিয়াছে। এমনকি তাহারা পরীক্ষার হলে পরিদর্শকের দায়িত্ব পর্যন্ত পালন করে নাই। ঐ স্কুলের ২৫ জন পরীক্ষার্থী প্রবেশপত্র পায় নাই।